আর্সেন লুপ্যাঁ অ্যারেস্টেড

এক অদ্ভুত যাত্রা! আর এর শুরুটাও হল বেশ ভালোভাবে। এতটা ভালো আমরা আসলে প্রত্যাশা করিনি। জাহাজের নাম প্রভান্স। এই জাহাজের ক্রু-দের কিন্তু বেশ সুনাম রয়েছে। আমাদের বেড়ানোর দলটিও ছিল বেশ অন্যরকম। আমোদ-প্রমোদের জন্য ছিল ঢালাও ব্যবস্থা। দলের সবার মধ্যে ভালো বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। আর তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই যে, আমরা এই ক-টা দিন বাইরের ব্যস্ত জগতের থেকে ছিলাম অনেক দূরে। যত দিন যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে আরও আন্তরিক হচ্ছিল আমাদের বন্ধুত্ব।

কর্মজীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে এই ট্রিপগুলোই যেন অক্সিজেন জোগায় নতুন করে বাঁচার জন্য। নইলে মানুষ যেন যন্ত্রই হয়ে যেত। তবে এই যাত্রার আনন্দটা ছিল ভীষণ ক্ষণস্থায়ী। শুরু হতে-না হতেই যেন আচমকা শেষ হয়ে গেল।

জাহাজটাকে একটা ছোটোখাটো ভাসমান দ্বীপই বলা যায়। এই ভাসমান দ্বীপের সঙ্গে বাকি দুনিয়ার যোগাযোগের একটাই মাধ্যম ছিল। টেলিগ্রাফ। ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ। মাঝে মাঝে এর মাধ্যমেই বার্তা আসছিল যাত্রীদের কাছে।

যাত্রার দ্বিতীয় দিন। ঝড় উঠেছে তখন। আমরা তখন ফ্রান্সের সমুদ্রতট থেকে পাঁচশো মাইল দূরে। এই সময় একটা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ মেসেজ এল, "আপনাদের মাঝে রয়েছে আর্সেন লুপ্যাঁ। ফার্স্ট ক্লাসে। সোনালি চুল তার। ডান হাতে রয়েছে ক্ষত। সে নাম নিয়েছে র..."

ঠিক সেই সময় কালো আকাশের বুক চিরে কড়কড় করে ভীষণ একটা বাজ পড়ল। বৈদ্যুতিক শব্দতরঙ্গ ব্যাহত হওয়ার কারণে পুরো বার্তাটা আর পৌঁছোল না। ফলে নামের আদ্যাক্ষর জেনেই সন্তুষ্ট হতে হল।

কে এই আর্সেন লুপ্যাঁ? লুপ্যাঁ হল একজন সেলেব্রিটি চোর। চোর আবার

সেলেব্রিটি হয় কীভাবে? আরে হয়, হয়। কাহিনি যত এগোবে, তার কীর্তিকলাপ আমরা তত জানতে পারব। সে নিজেকে বলে 'জেন্টলম্যান থিফ'! কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, যে সে আছে আমাদেরই মাঝে। অবশ্য অন্য লোকের নাম ভাঁড়িয়ে। কী বিপদ! এবার যে কার কপাল পুড়বে, কে জানে? প্রায় অবিশ্বাস্য এই খবরটা যদি আগেই আসত, তাহলে হয়তো টেলিগ্রাফ ক্লার্ক আর জাহাজ কোম্পানি মিলে ব্যাপারটাকে চেপেই দিত। জাহাজ কোম্পানিকে ব্যাবসাটা তো করতে হবে, তা-ই না? কিন্তু এখন এই টেলিগ্রাফ বার্তা প্রকাশ্যে আনার কী মতলব হতে পারে? ভাবার বিষয়। মুহূর্তের মধ্যে গোটা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল এই খবর।

আর্সেন লুপ্যাঁ-র নাম বাচ্চা থেকে বুড়ো, কে না জানে? খবরের কাগজে সবাই পড়েছে তার চুরির কাহিনি। তার চুরির ধরনটাই যে আলাদা। সে কোনো সাধারণ সিঁধেল চোর নয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। ব্যারন সুমুনের বাড়িতে সে চুরি করতে গিয়েছিল। সে ফিরে গিয়েছিল খালি হাতে। কোনো জিনিসে হাত না দিয়েই। অবাক হচ্ছেন? পরের কথাগুলো শুনলে আরও অবাক হবেন। সে রেখে গিয়েছিল একটা ভিজিটিং কার্ড, যাতে লেখা ছিল :

ARSENE LUPIN
Gentleman-Burglar

সেই ভিজিটিং কার্ডের নীচে পেনসিলে লেখা ছিল, "আপনার বাড়ির সমস্ত জিনিস নকল। যেদিন আসল জিনিস রাখবেন, সেদিন আবার আসব।"

একবার ভাবুন তো ব্যাপারটা!

লুপ্যাঁ-র আসল চেহারা কেমন তা কেউ জানে না। তার হাজারটা ছদ্মবেশ। কখনও সে গাড়ির ড্রাইভার, কখনও অপেরার গায়ক, কখনও প্রকাশক, কখনও ধোপদুরস্ত যুবক, কখনও সাধারণ যুবক, কখনও বৃদ্ধ, কখনও মার্সাইয়ের দালাল, কখনও রুশ ডাক্তার, কখনও বা সে স্প্যানিশ বুলফাইটার। বলে শেষ করা যাবে না।

এই লুপ্যাঁকে ধরার দায়িত্ব পেয়েছেন ডিটেকটিভ গানিমার্ড।

এই জাহাজে লুপ্যাঁ কী করছে এখন? হয়তো সে জাহাজের রেস্ট্রিক্টেড এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে সেলুনেও পাওয়া যেতে পারে। ড্রয়িং রুম কিংবা স্মোকিং রুমেও থাকতে পারে। যাত্রীদের মধ্যে মিশেও থাকতে পারে। হতে পারে, সে আমার পাশের টেব্‌লেই বসে আছে। আমার পাশের কেবিনেও থাকতে পারে।

"একটা চোরের সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা দিন কাটাতে হবে? কী সাংঘাতিক! ঈশ্বরের কৃপায় সে যেন তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে।" কথাগুলো বলছিল এক সহযাত্রী নেলি আন্ডারডাউন। এবার সে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "মি. ডি. আন্দ্রেজি, আপনি তো ক্যাপটেনের বন্ধু। কিছু জানেন এই ব্যাপারে?"

আমি যদি সত্যিই লুপ্যাঁ-র ব্যাপারে কিছু বলতে পারতাম তাহলে তো বেশ ভালোই হত। এই সুযোগে মিস নেলি আন্ডারডাউনকে ইম্প্রেস তো করা যেত। এরকম ডাকসাইটে সুন্দরী মহিলা আমি জীবনেও দেখিনি। জাহাজের সব চোখ ঘুরে ঘুরে নেলিকেই দেখছিল। যেমন ছিল তার পরিবারের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, তেমনি ছিল তার রূপ। ভগবান যেন কোনো অংশেই কোনো কমতি রাখেননি। ওর বড়ো হওয়া প্যারিসে। মা ফরাসি। বাবা একজন আমেরিকান কোটিপতি। নেলি শিকাগোতে ওর বাবার কাছে যাচ্ছে। নেলির অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে রয়েছেন লেডি গারল্যান্ড।

শুরু থেকেই আমি নেলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। বলা ভালো, আমি আসলে প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম। তার কালো চোখের চাহনিতে কী অদ্ভুত মাদকতা ছিল, কে জানে? আমি যখন গল্প বলতাম, সে মন দিয়ে শুনত। আর খিলখিলিয়ে হেসে উঠত আমার রসিকতায়।

নেলি অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে আমি হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরতাম। নেলিকে আমি যেন ভাবতাম শুধু আমার! আমাদের মধ্যে আরেকজন যুবক ছিল, বেশ কেতাদুরস্ত পোশাক পরা এবং একটু গম্ভীর স্বভাবের। ওর সঙ্গেও নেলির সখ্য তৈরি হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হত যেন ওই ব্যাটাকেই নেলি বেশি পছন্দ করে। নেলি যখন আমার সঙ্গে কথা বলত, তখন সেই যুবক উদাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে।

নেলির প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "এখনও তো কিছু জানতে পারিনি।"

"তাহলে চলো, আমরাই লুপ্যাঁকে খুঁজে বার করি। যদি না পারি তাহলে বুড়ো গানিমার্ড তো আছেই।"

"এত কীসের তাড়া তোমার? থাক-না।"

"মানে? ওকে খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন কাজ?"

"খুবই কঠিন।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের হাতে কিছু তথ্য আছে। তাই তোমার

ব্যাপারটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে।"

"কী তথ্য শুনি?"

"প্রথমত, তার নামের আদ্যাক্ষর হল 'র'।"

"অঃ, এ আর এমন কী?"

"দ্বিতীয়ত, সে একা ট্রাভেল করছে।"

"এই তথ্য দিয়ে তুমি লুপ্যাঁকে ধরবে? ভেরি ফানি।"

"তৃতীয়ত, সে সুদর্শন।"

"হুমম্, তারপর?"

"তারপর আবার কী? ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের লিস্ট চেক করি। তাহলেই তো পেয়ে যাব!"

আমার পকেটে একটা লিস্ট ছিল। বের করে বললাম, "এখানে দেখতে পাচ্ছি, মোট তেরোজন লোকের নাম 'র' দিয়ে শুরু হচ্ছে।"

"মাত্র তেরো?"

"হ্যাঁ। মাত্র তেরো। আর এই তেরোজনের মধ্যেও আবার নজনের সঙ্গে তাদের স্ত্রী, বাচ্চারা এবং ভৃত্যরা রয়েছে। তাহলে রইল বাকি চার। মার্কাস ডি রাভের্ডান..."

নেলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সেক্রেটারি অব লিগেশন। আমি ওঁকে চিনি।"

"মেজর রসন..."

কেউ পেছন থেকে বলে উঠল, "উনি আমার কাকা।"

"সিগনর রিভোল্টা..."

"এই তো আমি!" একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে থেকে হাত তুলে বললেন।

নেলি মুচকি হেসে আমার কানে ফিশফিশ করে বলল, "এই ভদ্রলোক মোটেও সুদর্শন নন।"

"তাহলে যে নামটা পড়ে রইল, তাকেই পাকড়াও করতে হয়!"

"মসিয়ে রোজেন।... মসিয়ে রোজেনকে কেউ চেনেন?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না। মিস নেলি আন্ডারডাউন অদূরে দাঁড়ানো যুবকের দিকে ঘুরে বলল, "তাহলে মসিয়ে রোজেন, আপনার কি কিছু বলার নেই?"

এই কথার পর সবাই মসিয়ে রোজেনকেই দেখতে লাগল। রোজেনের চুল

কিন্তু সোনালি রঙেরই ছিল!

আমার তখন গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এই কি লুপ্যাঁ? বাকি যাত্রীদের মনের অবস্থা হয়তো আমারই মতো। কিন্তু কেবলমাত্র সন্দেহের বশে তো আর কাউকে চোর বলে দেওয়া যায় না!

রোজেন সেই প্রশ্নটাকেই আবার আওড়ায়। "আমার কি কিছুই বলার নেই?" তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল আর ঠোঁট ছিল ফ্যাকাশে।

একটু থেমে সে বলল, "আপনারা আমার নাম জেনেছেন, আমার চুলের রং দেখেছেন। আবার আমি একা ট্রাভেলও করছি। আমি নিজেও একটা সরল হিসাব কষেছি। আর আমার হিসাবও বলছে যে আমার অ্যারেস্ট হওয়াই উচিত!"

সে যে এরকম বলতে পারে, সেটা কেউ ভাবেনি। আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। নীরবতা ভেঙে নেলিই আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে একটা আঘাত রয়েছে না?"

"এই তো!" বলে রোজেন জামার হাতা গুটিয়ে ওপরে তুলল। হাতে তো আঘাতের সামান্যতম চিহ্নও নেই!

আমার সঙ্গে নেলির চোখাচোখি হল। আমি যেটা ভাবছি, নেলিও কি একই জিনিস ভাবছে? এ ব্যাটা তো বাম হাত দেখাল! ক্ষত তো ওর ডান হাতে!

আমরা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই লেডি গারল্যান্ডের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকার করতে করতে আমাদের দিকেই ছুটে আসছিলেন।

চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হয়ে গেল গারল্যান্ডের চারদিকে। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "আ...আমার গয়নাগুলো... সব চুরি হয়ে গেছে!"

তার মানে চোর তার নিশানা ঠিক করে নিয়েছে। আমরা হন্তদন্ত হয়ে গারল্যান্ডের কেবিনের দিকে ছুটলাম।

সেখানে যা দেখলাম, তাতে আমাদের চক্ষুস্থির! টেব্‌লের ওপর পড়ে আছে ভাঙা নেকলেস আর ব্রেসলেট। ওগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামি পাথরগুলোকে শুধু বের করে নেওয়া হয়েছে। ঠিক যেন একটা ফুলের সবচেয়ে সুন্দর পাপড়িগুলোকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।

আর হ্যাঁ, এই ঘটনা ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। লেডি গারল্যান্ড যখন অল্প সময়ের জন্য চা খেতে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তখনই কেবিনের দরজা ভেঙে চোর

ঢুকেছিল। টুপির বাক্সের একেবারে নীচে রাখা গয়নার ছোটো বাক্সোটা বের করেছে।

কারও কোনো সন্দেহ ছিল না যে এই কাজ লুপ্যাঁ ছাড়া অন্য কারও নয়। সে ঠিক তার নিজের স্টাইলেই চুরি করেছে। পুরো গয়নাগুলো চুরি করলে সেগুলো লুকোনো কঠিন হত। তাই সুকৌশলে সে শুধু সবচেয়ে দামি পাথরগুলোকেই হাপিস করেছে, যাতে সহজে লুকিয়ে ফেলতে পারে।

সন্দেহের তির কিন্তু ছিল রোজেনের দিকে। কারণ এই রোজেনকেই লুপ্যাঁ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেদিন ডিনারে রোজেনের পাশে কেউই বসতে সাহস করল না। একটু পরে জানা গেল যে রোজেনকে ক্যাপটেন ডেকে পাঠিয়েছেন।

এবার ব্যাটা ফেঁসেছে। ওকে নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করবে। যাক গে, আপদ বিদেয় হওয়াই ভালো। সবাই যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। পরিবেশ যেন আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেল। নাচ, গান, ধাঁধার খেলা—সবই চলতে লাগল।

রোজেনের বিদেয় হওয়াতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম আমি। কারণ, আমি ভাবতাম যে নেলি যেন রোজেনকেই বেশি পছন্দ করে। এখন নেলি আর রোজেনের দিকে ফিরেও তাকাবে না! বেশ হয়েছে! আমি আসলে নেলির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই সেদিন মাঝরাতে আমার মনের কথা নেলিকে বলেই ফেললাম। নেলি আমাকে কোনো উত্তর দেয়নি। সে কিন্তু আমার ওপর রাগও করেনি।

আমার আনন্দ বেশিক্ষণ টিকল না। কারণ, পরদিন সকালে আবার রোজেনকে জাহাজে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। ক্যাপটেন ওকে এত সহজে ছেড়ে দিল? ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছিল না। শুধু আমি কেন, ওকে দেখে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। জানা গেল যে ওর বিরুদ্ধে চুরির কোনো প্রমাণই নাকি পাওয়া যায়নি।

তার কাছে যে কাগজপত্র ছিল, সেই অনুযায়ী সে একজন দামি মদ ব্যবসায়ীর ছেলে। তার কাগজপত্রে কোনো অসংগতি ছিল না। আর হ্যাঁ, তার ডান হাতেও কোনো আঘাত ছিল না। তাহলে কোথাও কি কোনো ভুল হচ্ছে?

কেউ একজন বলে উঠল, "ওর বার্থ সার্টিফিকেট চেক করো।"

"ধুস! লুপ্যাঁ ওরকম ডজনখানেক বার্থ সার্টিফিকেট মুখের ওপর ছুড়ে ফেলত পারে। কিন্তু ডান হাতের আঘাতের চিহ্নটা কীভাবে লোপাট করল?"

যাত্রীদের মধ্যে একজন বলল, যে সময় চুরি হয়েছে, তখন সে নাকি

রোজেনকে জাহাজের ডেকে পায়চারি করতে দেখেছে। এই প্রথম কেউ রোজেনের পক্ষে কথা বলল। আরেকজন বলল, "সে না হয় ঠিক আছে, কিন্তু অন্য কাউকে দিয়েও তো সে চুরিটা করাতে পারে।"

নাহ্, ঠিক মিলছে না। কিন্তু সোনালি চুল, একাকী যাত্রী, নামের আদ্যাক্ষর 'র'... এসবের মানে কী? আর রোজেনই তো নেলির প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল।

লাঞ্চ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে রোজেন যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাকে দেখতে পেয়ে লেডি গারল্যান্ড আর নেলি গটগট করে হেঁটে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের চোখে-মুখে ছিল আতঙ্ক আর বিরক্তি-মেশানো অভিব্যক্তি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে একটা হাতে লেখা চিরকুট সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। কী লেখা ছিল ওতে? মসিয়ে লুইস রোজেন ওতে লিখেছে, "আর্সেন লুপ্যাঁকে যে ধরতে পারবে বা চুরি যাওয়া মাল কার কাছে আছে, তার খবর দিতে পারবে, সে পুরস্কার হিসাবে পাবে দশ হাজার ফ্র্যাংক!"

ক্যাপটেনকে সে বলল, "কেউ যদি লুপ্যাঁকে ধরতে আমাকে সাহায্য না করে তাহলে আমি একাই যা করার তা করব।"

জল কোন্দিকে গড়াচ্ছে, বোঝা দায়। রোজেনই কি তাহলে লুপ্যাঁ নয়? সে যদি লুপ্যাঁই হবে তাহলে নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করবে কেন?

ক্যাপটেনকে দেখা গেল, বেশ উৎফুল্ল হয়েছে রোজেনের পুরস্কারের ঘোষণা শুনে। প্রত্যেকটা কেবিনে ও সম্ভাব্য সকল জায়গায় শুরু হল তল্লাশি। কারও কেবিন বাদ পড়ল না। কারণ, বলা তো যায় না, চোর অন্যের কেবিনে চুরির মাল রেখে দিতেই পারে।

নেলি বলল, "খোঁজ পাওয়া যাবে তো শেষ পর্যন্ত? তা সে যত বড়ো চোরই হোক-না কেন, দামি পাথরগুলোকে তো আর অদৃশ্য করে দিতে পারবে না। তা-ই নয় কি?"

আমি বললাম, "অবশ্যই। তবে যদি খুঁজে না পায় তাহলে প্রত্যেকের জামাকাপড়, টুপি বেশ ভালো করে দেখা উচিত। এমনকি আমার কোডাকের এই ফাইভ-বাই-ফোর ক্যামেরাটাও চেক করা উচিত। এই ক্যামেরাতে যে জায়গা আছে, তাতে অনায়াসে লেডি গারল্যান্ডের দামি পাথরগুলোকে লুকিয়ে